দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৪

'উচ্চ শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান বন্ধ করুন'

ঢাবিতে ছাত্রমৈত্রীর সেমিনারে বক্তারা

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের লড়াইয়ে নামে। বহু মেধাবি শিক্ষার্থী কেবলমাত্র অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। আবার মেধাহীন অথচ টাকাওয়ালা বহু শিক্ষার্থী কেবলমাত্র টাকার জোরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নামক সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান থেকে সার্টিফিকেট কিনে নিতে সক্ষম হয়। তাদের শিক্ষাগত বা আত্মিক উন্নয়ন কতটা হল সেটা সেখানে মূল বিবেচ্য নয়। তাই সার্টিফিকেট বিক্রির এসব দোকান বন্ধ করতে সরকারকে কঠোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা দিবস উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

উচ্চশিক্ষার নামে

২৪ পৃষ্ঠার পর

দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'উচ্চশিক্ষায় সাধারণের প্রবেশাধিকার' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন, শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন হলে শিক্ষাসহ জাতীয় নানাবিধ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ নীতি বাস্তবায়নে সরকারকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বলে বসে থাকলে হবে না। তিনি সকল প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক সংগঠন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সব মহলকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, যুগের চাহিদার সাথে বেতন-ফি কিছু বাড়লেও শিক্ষাক্ষেত্রের বিদ্যমান বাণিজ্যিকীকরণ না রুখতে পারলে উচ্চশিক্ষা ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকবে। সেক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির সার্বিক বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মোহাম্মদ সেলিম বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও তার বাস্তবায়ন সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। ফলে উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে নির্ধারিত নীতিসমূহের বাস্তবায়নে কার্যকরী দৃষ্টি নিবদ্ধন প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষায় প্রবেশে মান যাচাই পরীক্ষা চালুর সুপারিশ

সেমিনারে মূল প্রবন্ধে ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক তানভীর রুসমত বলেন, আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে তার যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিষয় বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা অসম্ভব। এটি একটি বিশাল ব্যয়সাপেক্ষ প্রক্রিয়াও বটে। আবার প্রচলিত পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের আগে ভর্তি প্রক্রিয়া নামক আরেকটি শিক্ষার স্তর যেন তৈরি হয়ে গেছে। এই অবস্থার অবসানকল্পে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরে একটি 'উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের মান যাচাইয়ের যৌথ পরীক্ষা' চালুর সুপারিশ করছি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ওই মান যাচাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে এবং কোন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবে তা নিরূপণ হবে। প্রয়োজনে প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মানের স্তর সমন্বিতভাবে বিন্যাস করে দেবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ইতিবাচকভাবে সমমর্যাদাসম্পন্ন করতে পদক্ষেপ নেবে। তবে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না তাদের মেধা ও চাহিদা অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমা বা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে।

প্রবন্ধে বলা হয়, 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' এ অর্থায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে 'শিক্ষাখাতে' সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রবর্তিত হয় 'আয় থেকে ব্যয়ের তত্ত্ব' আর রাস্তায় নামতে হয় শিক্ষার্থীদের। আমাদের মানুষ করার দায়িত্ব যাদের সেই শিক্ষকদেরকে এমপিওভুক্তি কিংবা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে রাস্তায় নামতে হয় আর শিকার হতে হয় পুলিশের জলকামানের। এই পরিস্থিতিতে আমরা সার্বিকভাবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ধাপে ধাপে জাতীয়করণের দাবি তুলে ধরছি। আর সর্বাগ্রে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য সংবিধানের ১৬তম সংশোধনী আনতে হবে।

ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসু সেমিনারে বলেন, প্রতি বছর দেশে জাতীয় বাজেট যে হারে বাড়ছে, সে হারে শিক্ষাখাতে বাজেট বাড়ছে না। এই খাতে যথাযথ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগই ভবিষ্যতে জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। কিন্তু ইউনেস্কো'র ঘোষণা অনুযায়ী মোট বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ বা জাতীয় আয়ের ৮ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে না। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাসান তারেক, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা, ছাত্র মৈত্রীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আল আমিন মাহাদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সন্দেশ রায় প্রমুখ।